2020

COMPULSORY BENGALI

[BNGM]

[For Honours & Major Students]

[OLD SYLLABUS]

Full Marks : 50 Time : 2 Hours

The figures in the right-hand margin indicate marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

১। ক) দেখ, আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারিদিক দৃষ্টি করিতেছি কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল, — গৃহমার্জ্জার হইয়া বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্য্যার সহোদর, যা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়ারের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল — তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জ্জার কবি হইয়া পড়ে।

আর, আমাদিগের দশা দেখ — আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে — জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে — অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি। ''মেও! মেও! খাইতে পাইনা! — ''

আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও — নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণচর্ম, শুষ্কমুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ড, দূরদর্শী, কেন না আফিঙ্গখোর, তুমিও কি দেখিতে পাওনা যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।

প্রশ্ন : অ) 'অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই' — এই বক্তব্যের মাধ্যমে লেখকের সমান জিজ্ঞাসার কোন্ দিকটি ফুটে উঠেছে? ৩

আ) 'ধনীর কার্পণ্য'... বক্তব্যের দ্বারা প্রাবন্ধিক কী বোঝাতে চেয়েছেন? ৩

ই) 'অনেক মার্জ্জার কবি' হইয়া পড়ে কেন? ৩

ঈ) 'আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না-- এখানে 'কালো চামড়া' — দ্বারা কিসের ইঙ্গিত করা হয়েছে? ৩

উ) 'মূর্খ ধনী' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? ৩

অথবা

নিম্নে উদ্ধৃত অংশটি পাঠ করে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাও : ১৫

ভাষা যে নিজের অর্থগৌরবেই সত্য, একথা ভুলিয়া সে যখন কেবলমাত্র শব্দগৌরবে বড় হইতে চায়, তাহার অত্যাচার অনিবার্য। চিন্তা কোনোদিনই শব্দের দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে ও সম্যকরূপে ব্যক্ত হইতে পারে না। সেইজন্যই এক-একটা সত্যকে পঞ্চাশবার পঞ্চাশরকম ভাষায় পঞ্চাশ দিক হইতে দেখা আবশ্যক হয়। কিন্তু তবু দেখা যায় যে সত্যের মূলে প্রবেশ করিতে হইলে আর ভাষা পাওয়া যায় না, অথবা এমন ভাষা পাওয়া যায় না যাহা সত্যানভিজ্ঞের কাছে তত্ত্বকে ব্যক্ত করিতে পারে। অদ্বৈততত্ত্বের কথা নির্বিকল্প সমাধির কথা বলিয়াও এবং ''যথা নদ্যঃ সান্দমানা সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপং বিহার'' ইত্যাদি রূপকের ব্যবহার করিয়াও ঋষিরা বলিতেছেন, ''এ সকল তত্ত্বকে প্রকাশ করা যায় না, ইহা ভাষায় হানাহানি হইবার বিষয়ই নহে।'' বুদ্ধদেব নির্বাণ তত্ত্বের কথা আজীবন বলিয়া গেলেন কিন্তু ''নির্বাণ কি'' এ প্রশ্নের সোজাসুজি কোনো উত্তরই দিলেন না। আমরা কিন্তু এ সকল কথাকে ভাষার মজলিশে টানিয়া অহরহই মারামারি করিয়া থাকি।

ভাষার আশ্রয় লইয়া যে কোনো অপকর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাকেই যদি ভাষার অত্যাচার বলা যায়। তবে ভাষা-ঘটিত আরো অনেক প্রকার অত্যাচারের উল্লেখ করা

যাইতে পারে। আমার কার্যটা তোমার মনঃপূত না হইলে তুমি যে সকল বাক্য ব্যবহার কর, সেও এক হিসেবে ভাষার অত্যাচার। অনিচ্ছুক ছাত্রকে পণ্ডিত মহাশয় যখন শাসন অনুশাসনের দ্বারা সংস্কৃত পড়িতে বাধ্য করেন ছাত্র নিশ্চয়ই তাহাকে ভাষার অত্যাচার বলিবে। তোমার ক্ষুধার সময়ে বা ব্যস্ততার মুহূর্তে তোমার কাছে দর্শনের তত্ত্ব বা কবিত্বের কথা আওড়াইতে গেলে তুমিও বলিবে — ভাষার অত্যাচার। ভাষা যখন বন্ধন ছিঁড়িয়া বি-ইউ-টি বাট পি-ইউ-টি পুট ইত্যাদিবৎ বৈষম্যের সৃষ্টি করে অথবা সে যখন রুশিয়ার মানচিত্রে বসিয়া তোমার উচ্চারণ শক্তির পরীক্ষা করিতে থাকে, সেও একরূপ ভাষার অত্যাচার বৈকি! আর সর্বশেষে, এই প্রবন্ধটিকে আরো বিস্তৃত করিয়া ফেনাইতে গেলে তাহাও অত্যাচার বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

প্রশ্ন : অ) ভাষার অত্যাচার বলতে ঠিক কোন্ বিষয়টিকে ধরতে চাওয়া হয়েছে? কত রকমের ভাষার অত্যাচার এখানে বর্ণিত হয়েছে? ৫

আ) কারা কেন মারামারি করে? ২

ই) 'সত্যের মূল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

ঈ) 'মজলিশ' কথার অর্থ কী? ১

উ) ভাষার অত্যাচার কখন অনিবার্যরূপে দেখা যায়? ২

ঊ) কে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে না? ১

ঋ) কার লেখা কোন্ প্রবন্ধের অংশ? ২

খ) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার হাল হকিকত বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বন্ধুকে একটি পত্র লেখো। ১০

অথবা

নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলা — এই মর্মে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

গ) বাংলা পরিভাষা লেখো (যে-কোনো **দশটি**) :

$\frac{১}{২} \times ১০ = ৫$

i) Case-Diary

ii) Mysticism

iii) Nominee

iv) Gazette

v) Bail

vi) Convention

vii) Affiliation

viii) Sabotage

ix) Data Bank

x) Embargo

xi) Preserve

xii) Quorum

xiii) Wastage

২। ক) 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটির নামকরণ কতটা সার্থক হয়েছে সে বিষয়ে তোমার সুচিন্তিত মতামত দাও। ১০

অথবা

ছোটগল্প হিসেবে 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের শিল্প সার্থকতা দেখাও। ১০

খ) 'শিকল ভাঙার গান' কবিতার মর্মবস্তু নিজের ভাষায় ব্যক্ত করো। ১০

অথবা

''কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেলো বন্ধ হয়ে'' — মোরগের খাবার বন্ধ হয়ে গেল কেন? কবিতাটিতে মোরগটির যে করুণ পরিণতি ঘটেছিল তা বিশ্লেষণ করো। ২+৮=১০